SHAKTI
নারীর ক্ষমতায়নে শক্তি

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি(এম আর এ)
সনদ নং
০০১৭৬-০০০৫৯-০০০১৮

শক্তি বার্তা

নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে শক্তি ফাউন্ডেশন এখন ৫৭টি জেলায়!

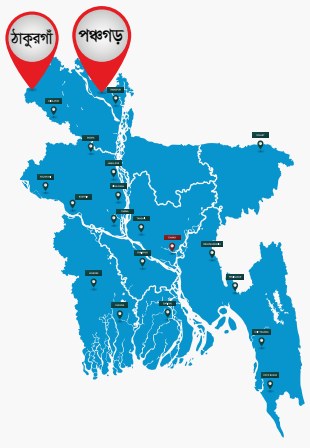

৩৪টি নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে **৫৬৪টি** শাখায় উন্নীত হলো শক্তি ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম। এর ফলে সম্পূর্ণ নতুন **২টি** জেলা ঠাকুরগাঁ এবং পঞ্চগড়ে শক্তির কার্যক্রমের শুভ সূচনা হলো। এখন থেকে শক্তি ফাউন্ডেশন দেশের **৫৭টি** জেলায় একযোগে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্য থেকে **শতভাগ অভ্যন্তরীণ পদোন্নতির** মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরের এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কর্মীদের পদোন্নতির পাশাপাশি বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের কার্যক্রমও নভেম্বর থেকেই শুরু হবে ।

রাজউকের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ঢাকার সবুজায়নে আরও একধাপ এগিয়ে গেলো শক্তি ফাউন্ডেশন!

রাজউকের সাথে চুক্তির মাধ্যমে শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকার সবুজায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখছে শক্তি ফাউন্ডেশন। এই কাজে বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থা MetLife Foundation, USAID, British High Commission (FCDO), HSBC, InM, Water.org, PKSF, IDCOL, DNCC এর সাথে নতুনভাবে আরও যুক্ত হয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। এবার রাজউকের সাথে একত্রিত হয়ে, শক্তি ফাউন্ডেশন পূর্বাচল এবং ঝিলমিল প্রকল্পে ১০,০০০ গাছ রোপণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছে, যা সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত।

পরিবেশ সুরক্ষায় শক্তির অন্যান্য উদ্যোগসমূহ :

HSBC এবং শক্তি ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে আমরাই প্রথম এই ইট-পাথরের ঢাকা শহরে তৈরি করেছি অপরূপ সৌন্দর্যে গড়া জীব-বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ শহুরে বন। মোহাম্মদপুরের বসিলা লাউতলার এই বনে আছে **১১,০০০** এর বেশি বিভিন্ন ধরণের ঔষধি, বনজ ও ফলজ দেশীয় গাছ।

সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে শক্তি ফাউন্ডেশন এবং বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থা Metlife Foundation এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় আমরা রোপণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করছি **২০,০০০** এর বেশি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ।

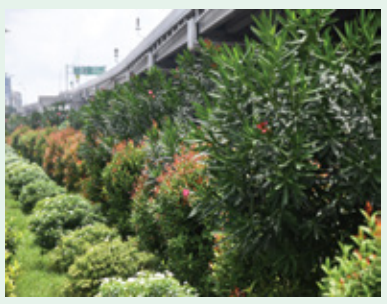

বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে পিকেএসএফ এবং শক্তি'র যৌথ উদ্যোগে কুমিল্লার মজিদপুরে রোপণ করা হয়েছে **৪,২৫০টি** তালগাছ। এর পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার্থে অত্র এলাকাতে প্রায় **৩,০০০** গাছ রোপণ করা হয়।

শক্তি ফাউন্ডেশনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় দেশের **৩৭টি** জেলায় ডিসি অফিস প্রাঙ্গণ, রাস্তার ধার, স্কুল, আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন পাবলিক স্পেসে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় **১০,০০০** বৃক্ষরোপণ করা হয়।

বায়ুদূষণ রোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে শক্তি ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশে এই প্রথম USAID এর সাথে শক্তি "কৃত্রিম ফুসফুস সম্বলিত বিলবোর্ড" স্থাপন করেছে, যা এরই মধ্যে জনগণের মাঝে বায়ুদূষণের উপর সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাতাসের মান স্বাস্থ্যকর না অস্বাস্থ্যকর তা প্রতিদিন এই বিলবোর্ড থেকে আমরা জানতে পারছি।

British High Commission (FCDO) এর সাথে শক্তির অন্যতম একটি উদ্যোগ হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের আওতায় ময়মনসিংহের ধোবাউড়ার প্রজেক্ট যেখান থেকে জাতীয় গ্রিডে এ পর্যন্ত ১৮০০ kWH বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে।

IDCOL এর সাথে পার্টনারশীপে শক্তি ফাউন্ডেশন সমগ্র বাংলাদেশে ৬০,০০০ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে। এর পাশাপাশি ৬টি উপজেলায় কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪০০০টি স্ট্রিট-লাইট স্থাপনের মাধ্যমে আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার কাজে অন্যতম অংশীদার হয়ে কাজ করেছে শক্তি ফাউন্ডেশন।

InM এবং Water.org এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ডঅঝঐ কার্যক্রমের আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সুপেয় পানির জন্য ৩৭৩০টি গভীর নলকূপ, ৫৯৬টি বিশুদ্ধ পানির ট্যাংক স্থাপনসহ ৮২৮২টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়।

দেশের সংকটময় সময়ে, শক্তি আছে সবার পাশে

শক্তি ফাউন্ডেশন দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে সবসময় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ জুলাই থেকেই শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লা, রংপুর, বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জে আহত ছাত্র-জনতাকে মানবিক সহায়তা দিয়ে পাশে থেকেছে।

শক্তি মোবাইল ক্লিনিক (অ্যাম্বুলেন্স) সেবা:

চারিদিকে অসংখ্য হতাহত মানুষ। জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু নেই কোনও অ্যাম্বুলেন্স, নেই কোনও গাড়ি। চারপাশে গোলাগুলি, টিয়ার গ্যাসের কালো ধোঁয়া। এরই মধ্যে শক্তি হেলথ টিম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৩৭ জন গুরুতর আহতকে শক্তির অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা মেডিকেল, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। এসময় শক্তির মেডিকেল এ্যাসিসটেন্টরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসাসেবায় সহায়তা করেছেন। একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়। শক্তি অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার মোঃ ফয়সাল, আশঙ্কাজনকভাবে আহত ৩ জন শিক্ষার্থীকে পৌঁছে দিতে রওনা হন। একসময় টিয়ার গ্যাসে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। গাড়ি চালানোও কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল। চোখ জ্বলে যাচ্ছিল টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ায়। বারবার চোখে-মুখে পানি দিয়েছেন, তবু থেমে না থেকে তিনি দায়িত্ব নিয়ে ওই শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দিয়েছেন হাসপাতালে।

হাসপাতালে ভর্তি ১২২ জন আহতকে আর্থিক সহায়তা:

ঢাকা মেডিকেল, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ১২২ জনকে তাদের অপারেশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা খরচ বহনের জন্য শক্তি অর্থ সহায়তা দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, যারা চিকিৎসা শেষে বাসায় ফিরে গিয়েছেন তাদেরকে শক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া অব্যাহত রয়েছে।

বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং জরুরি রক্তদান :

জরুরি মুহূর্তে আহত ৭৫ জনকে শক্তি মেডিকেল টিমের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। এর পাশাপাশি শক্তি মডেল ফার্মেসির মাধ্যমে মিরপুর এলাকার সাধারণ জনগণ এবং শক্তির সদস্যদের মাঝে ২১ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৭০ জনকে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। সংকটময় ওই মুহূর্তে জরুরি রক্তের প্রয়োজন পড়ায় ৪ জন মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দেয়া হয়।

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা শিক্ষার্থীদের মাঝে খাবার বিতরণ :

মিরপুর হেড অফিসের পার্শ্ববর্তী রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা শিক্ষার্থীদের মাঝে শক্তি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি আগারগাঁও, শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া, মিরপুর ১,২,৬,১২, ইসিবি, কালশী, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি ২৭, সংসদ ভবন, বিজয় সরণি, আর্মি স্টেডিয়াম, কাকলী, মহাখালী ও ফার্মগেট এলাকায় প্রায় ২০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে পানি, বিস্কুট, গ্লুকোজ, স্যালাইন ও ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংক বিতরণ করে শক্তি ফাউন্ডেশন।

বন্যার্তদের পাশে শক্তি ফাউন্ডেশন

সম্প্রতি আগস্ট মাসে বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ৫টি জেলা, ফেনী, নোয়াখালী, চৌদ্দগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লায় দুর্গত মানুষকে সহায়তা করতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এই বন্যায় বহু মানুষ আটকে পড়েছিল। তাদেরকে উদ্ধার করা একটি বড় চ্যালেঞ্জের কাজ ছিলো। এসময় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে **১৫০ জন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী** Ges **২০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর** সমন্বয়ে গঠিত **৪টি ইমারজেন্সি সাপোর্ট টিম** I **২টি মেডিকেল টিম** একযোগে কাজ করেছে। এই উদ্ধার কাজে ১টি স্পিডবোট, ১টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা, ৩টি নৌকা এবং ২টি পোর্টেবল নৌকার মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সেই সাথে ২টি মাইক্রোবাস সম্পূর্ণরূপে এই কার্যক্রমে যুক্ত ছিলো। কিছু পথ গাড়ীতে, কিছু পথ স্পিডবোটে এবং কিছু পথ নৌকা ব্যবহার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে উদ্ধার করা হয়। এসময় **৪টি মোবাইল ক্লিনিক (অ্যাম্বুলেন্স)** নিরবচ্ছিন্নভাবে বন্যাদুর্গতদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে গেছে।

১০,০০০ এর অধিক
পরিবারের মাঝে ত্রাণ সহায়তা

৫,০০০,০০০ টাকা কর্মীদের ১দিনের বেতনের সমপরিমান
প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদান

৪৯ টি
ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন

৬,৫৫০ টি
পরিধানের বস্ত্র বিতরণ

৭,০০০ এর অধিক
মানুষকে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

৩,০০০ টি
স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ

৩৩২ জন
শাখা অফিসে আশ্রয়দান ও খাবারের ব্যবস্থা

কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলো শক্তি ফাউন্ডেশন: বন্যাপরবর্তী সময়ে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা এবং ফেনী জেলার মোট **৩৩টি** শাখার কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ৬ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত **৩৩টি** হেলথ ক্যাম্প আয়োজনের মধ্যে দিয়ে, **২৮৫ জন** কর্মীর মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়।

বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসনঃ দুর্গতদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সাহস ঋণ (পুনর্বাসন ঋণ) প্রদানের পাশাপাশি ঘরবাড়ি, ল্যাট্রিন নির্মাণ, কৃষকদের জন্য বীজ, সার, কীটনাশকসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার বিষয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, শেরপুরের নালিতাবাড়ী এবং নকলা উপজেলার বন্যা কার্যক্রমে সহায়তাঃ ১২০০ এর অধিক বন্যাদুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়। ১৫-১৭ অক্টোবর ৩ দিনব্যাপী ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় ৬০০ মানুষকে চিকিৎসা সহায়তা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়।

স্বচ্ছতা ও সুশাসনের জন্য ৩য় বারের মতো আইসিএবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করলো শক্তি ফাউন্ডেশন

গত ১০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) আয়োজিত '২৪তম আইসিএবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে এনজিও ক্যাটাগরিতে **ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে শক্তি ফাউন্ডেশন**। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জনাব ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের হাত থেকে এই পুরস্কারটি গ্রহণ করা হয়। টানা ৩য় বারের মতো এই গৌরব অর্জন করে শক্তি ফাউন্ডেশন।

ওয়াটার ক্রেডিট অ্যাডপশন প্রোগ্রামের সফল বাস্তবায়ন এবং অবদানের জন্য সম্মাননা অর্জন

শক্তি ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে ওয়াটার ক্রেডিট অ্যাডপশন প্রোগ্রামের সফল বাস্তবায়ন এবং অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ "অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স" সম্মাননা অর্জন করেছে। গত ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) এর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দ্য ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম) এবং Water.org যৌথভাবে এই সম্মাননাটি প্রদান করে।

সম্প্রতি ক্রেডিট রেটিংয়ে শক্তি ফাউন্ডেশন দীর্ঘমেয়াদে "AA" (Double A, High Safety) এবং স্বল্পমেয়াদে "ST-2" (High Grade) অর্জন করেছে।

এক নজরে শক্তি (অক্টোবর, ২০২৪)

প্রধান কার্যালয়
শক্তি ভবন, বাড়ি নং-০৪,
রোড নং-০১, ব্লক-এ, সেকশন-১১
মিরপুর,পল্লবী,ঢাকা - ১২১৬

+৮৮ ০৯৬১৩-৪৪৪১১১
+৮৮ ০২-৫৮০৫২০৩১
+৮৮ ০১৮১৯৮৫০১৪৮

shakti.org.bd
/SFDWbd
/company/sfdwbd

প্রতি মাসে 'শক্তি বার্তা'র অনলাইন কপি পেতে ইমেইল চেক করতে ভুলবেন না।